অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটকে রাজা দুষ্যন্তের চরিত্র আলোচনা কর।(Marks 10)

মহারাজ দুষ্যন্ত হলেন বিশ্ববরেণ্য মহাকবি কালিদাসের তথা সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রত্নস্বরূপ '**অভিজ্ঞানশকুন্তলম্**' নাটকটির মহান নায়ক।'**দশরূপকে**' নায়কের গুণাবলী নির্দেশ করা হয়েছে এইভাবে–

"নেতা বিনীতো মধুরস্ত্যাগী দক্ষঃ প্রিয়ংবদঃ।

রক্তলোকঃ শুচির্বাগ্মী রূঢ়বংশঃ স্থিরো যুবাঃ।।"

সমগ্র নাটকটিতে দুষ্যন্তের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখব যে, তিনি এই হিসেবে একজন যথার্থ নায়ক।নাট্যতত্ত্বের নিয়ম অনুসারে তিনি হলেন বিখ্যাত পুরুবংশের প্রদীপস্বরূপ উজ্জ্বল বংশধর,মহাপ্রতাপশালী,ও ধীরোদাত্ত রাজর্ষি। তিনি প্রকৃত বীর,যথার্থ মানুষ, সার্থক রাজা এবং অকপট প্রেমপূজারী।

সমগ্র নাটকটিতে দুষ্যন্তের চরিত্র যেভাবে প্রভাব বিস্তার করে আছে,তার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা দেওয়া আমার স্বল্প বুদ্ধিতে সম্ভব নয়।

পাঠ্যাংশ অনুসরণ করে আমি এখানে দুষ্যন্তের চরিত্রের স্বল্প কয়েকটি দিক্ তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

অ)দুষ্যন্তের শরীরটি ছিল সৌন্দর্যের,তেজস্বিতার ও ক্লেশ সহ কর্মক্ষমতার মূর্ত প্রতীকঃ–

প্রথম অঙ্কে আমরা দেখি সারথি তাঁকে সাক্ষাৎ পিনাকীর সঙ্গে তুলনা করেছেন–"**মৃগানুসারিণং সাক্ষাৎ পশ্যামীব পিনাকিনম্"।** দ্বিতীয় অঙ্কে দেখি সেনাপতি তাঁকে'গিরিচর হস্তী'র সদৃশ বলে বর্ণনা করেছেন–"**গিরিচর ইব নাগঃ প্রাণসারং বিভর্তি"।**

আ)মধুরভাষী এবং বিনয়ী স্বভাব চরিত্র হিসেবে দুষ্যন্তঃ–দুষ্যন্ত হলেন মধুরভাষী এবং বিনয় হল তাঁর স্বভাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিদগ্ধোচিত কথোপকথনের দ্বারা তিনি সকলকে আকৃষ্ট করেন।প্রিয়ংবদার কথায় **-"মধুরং প্রিয়মালপন্ প্রভাববানিব লক্ষ্যতে।"**ঋষিকণ্ঠে **"আশ্রমমৃগো ইয়ং ন হন্তব্যঃ"–** এই নির্দেশ শোনামাত্র তিনি বাণ সংবরণ করেছেন। আরণ্যক মুনিঋষিদের প্রতি

রাজার এতে অকুণ্ঠিত শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে। দ্বিতীয় অঙ্কেও নেপথ্যে দুই ঋষিকুমারের কণ্ঠস্বর শুনেই তিনি তাঁদের অবিলম্বে তাঁর কাছে নিয়ে আসতে বলেন। রাজার এই সম্ভ্রমবোধ লক্ষ্য করার মতো।

ই)আত্মসংযমী হিসেবে রাজা দুষ্যন্তঃ–রাজার আত্মসংযম ও প্রশংসনীয়। শকুন্তলাকে আন্তরিক ভাবে পেতে চাইলেও যতক্ষণ না পর্যন্ত তার জন্মবৃত্তান্ত জেনেছেন এবং সে বৈখানসব্রতচারিণী হবে না জেনেছেন-ততক্ষণ তিনি মনঃস্থির করেননি এবং পূর্বাপর বিচার করে যখন বুঝেছেন শকুন্তলাকে বিবাহ করতে তাঁর কোনো বাধা নেই কেবল তখনই এব্যাপারে তিনি অগ্রসর হয়েছেন।ভোগলালসার অনুসরণ করলেও তিনি বিচারহীন পশুপ্রবৃত্তির স্বীকার হননি।

ঈ) অকৃত্রিম মাতৃভক্তি এবং সন্তানবাৎসল্যের প্রতীকরূপে রাজা দুষ্যন্তঃ-

রাজার মাতৃভক্তি এবং সন্তানবাৎসল্য ও উল্লেখনীয়। মায়ের পাঠানো দূত যখন-মা তাঁকে রাজধানীতে যেতে বলেছেন-এই নির্দেশ জানাতে এলেন, রাজা তখন রাক্ষস বিতাড়নের জন্য সজ্জিত রথে আরোহণ করতে চলেছেন।মাতৃ-আজ্ঞা এবং তপস্বিকার্য- দুই-ই অবশ্যই পালনীয়। অবশেষে পুত্রপিণ্ডপালনের দায়িত্ব বিদূষকের হাতে ন্যস্ত করে তবে তিনি তপস্বিকার্যে তপোবনে যান।

সপ্তম অঙ্কে সর্বদমনের প্রতি রাজার অনাবিল বাৎসল্য প্রকাশ পেয়েছে এবং তাও স্বীয় ঔরস পুত্র না জেনেই–

"আলক্ষ্যদন্তমুকুলাননিমিত্তহাসৈরব্যক্তবর্ণরমনীয়বচঃপ্রবৃত্তীন্।'

উ)কর্তব্যপরায়ণ আদর্শ নৃপতি হিসেবে রাজা দুষ্যন্তঃ–দুষ্যন্ত হলেন একজন কর্তব্যপরায়ণ রাজা এবং আদর্শ নৃপতি।বর্ণাশ্রমরক্ষিতা হিসেবে তিনি অনন্য। তিনি মুনি-ঋষি-ব্রাহ্মণদের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল এবং তাঁদের নির্দেশ ও অনুরোধ পালনে সদা তৎপর।বৈখানসের নির্দেশে তিনি তৎক্ষণাৎ মৃগশরীরে নিক্ষেপোদ্যত বাণ সংবরণ করেন।রাক্ষস বিতাড়নের জন্য তিনি যজ্ঞস্থলে পাহাড়া দেন,মুনিঋষিদের কাছ থেকে কোনো কর গ্রহণ করেন না,শার্ঙ্গরবের অপমানকর নানাকথার উত্তরেও তিনি সামান্যতম অশ্রদ্ধা প্রর্দশন করেন না। আদর্শ প্রজারঞ্জক রাজা বলে তিনি সর্বদা সন্তানবৎ প্রজাদের সুখবিধানে সচেষ্ট থাকেন, নিজের সুখস্বাছন্দ্যের কথা তিনি ভাবেন না।কঞ্চুকীয় তাই বলেছেন-**'প্রজাঃ প্রজাঃ স্বা ইব তন্ত্রয়িত্বা।"**প্রথম অঙ্কে আমরা দেখেছি শকুন্তলার সঙ্গে মধুর আলাপ চলাকালীন যখন'**ধর্মারণ্যে তপস্যার বিঘ্নস্বরূপ'** ভীত হস্তীর প্রবেশ ঘটল, তৎক্ষণাৎ

প্রণয়ালাপের প্রলোভন ত্যাগ করে তিনি আশ্রমপীড়ালাঘবের জন্য ছুটে গেলেন।এসবই তাঁর কর্ত্যবের প্রতি পরিচয় বহন করছে।

ঊ) **প্রেমিক হিসেবে দুষ্যন্ত এক অনন্য চরিত্রঃ-**প্রেমিক হিসেবে দুষ্যন্ত চরিত্রটি হল এক অনন্য চরিত্র। মধুর এবং চতুর আলাপে তিনি হলেন রমণীমোহন। অন্তঃপুরবিলাসিনীর প্রতি তাঁর যেমন আকর্ষণ, বনলতার মত সহজ সুন্দরীতে তাঁর তেমনি আসক্তি। ভ্রমরের মতো 'নবমধুপানে' তিনি নিজেকে কৃতার্থ করেন। তৃতীয় অঙ্কে আমরা দেখি-বেতসকুঞ্জে শকুন্তলার সঙ্গে মিলিত হয়ে রাজা দুষ্যন্ত শকুন্তলার নারীসুলভ লজ্জা এবং আশ্রমের গুরুজনের অনুমতি ব্যতিরেকে বিবাহের অপরাধবোধ দূর করেন।দুষ্যন্ত জানেন গান্ধর্ব বিবাহ শাস্ত্রসম্মতঃ হলেও শকুন্তলা পাপবোধে পীড়িত হচ্ছে। তাই **'বহু রাজর্ষিকন্যা গান্ধর্ব বিবাহে পরিণীতা হয়ে পিতা-মাতার দ্বারা অভিনন্দিত হয়েছেন'-এই** দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে শকুন্তলার নির্ভার হৃদয়ের প্রীতি গ্রহণ করেন। আবার সপ্তম অঙ্কে আমরা দেখি-স্মৃতি ফিরে আসার পর যখন মারীচের আশ্রমে'ধূসরবসনপরিহিতা,নিয়মক্ষামমুখী,একবেণীধরা' শকুন্তলাকে দেখলেন, তখন রাজা তার কাছে নিঃসঙ্কোচে নতজানু হয়ে অকারণ প্রত্যাখ্যানের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।রূপজ মোহের অবসানে শুচিস্নিগ্ধ প্রেমের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাজা এখানে স্থাপন করেছেন।

সত্যই আদর্শ প্রেমিক,পতি, পিতা ও নৃপতিরূপে দুষ্যন্ত চরিত্রটি মহিমান্বিত।